Q. ভারতের উপরাষ্ট্রপতি সম্পর্কে যা জানো লেখ।

Answer. ভারতের সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতির ন্যায় উপরাষ্ট্রপতিও হলেন একজন নিয়মতান্ত্রিক শাসক, ফলে উপরাষ্ট্রপতির পদটি মূলত আনুষ্ঠানিক, তবে রাষ্ট্রপতি নিয়মতান্ত্রিক শাসক হলেও কেন্দ্রীয় সরকারের যাবতীয় প্রশাসনিক ক্ষমতা ও দায়িত্ব সংবিধান অনুসারে তাঁর হাতেই অর্পণ করা হয়েছে (53 ধারা), কিন্তু সংবিধানে এরূপ কোনো ক্ষমতা উপরাষ্ট্রপতিকে প্রদান করা হয়নি, পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ অর্থাৎ রাজ্যসভার সভাপতিত্ব করাই হল উপরাষ্ট্রপতির প্রধান কাজ। উপরাষ্ট্রপতি হতে হলে:

1. প্রার্থীকে অবশ্যই ভারতের নাগরিক হতে হবে,
2. তাঁকে অন্তত: 35 বছর বয়স্ক হতে হবে,
3. তাকে রাজ্যসভার সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হবার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকতে হবে।
4. তিনি কোনো লাভজনক পদে থাকতে পারবেন না।
5. কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের কোনো লাভজনক কর্মপদে তিনি অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন না।

সংবিধানের 66(1) ধারায় উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতির কথা বলা আছে, রাষ্ট্রপতির মত তিনিও নাগরিকদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন না; তাঁর নির্বাচনও পরোক্ষ, নির্বাচন হয় একক হস্তান্তরযোগ্য সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের পদ্ধতিতে, একটি নির্বাচক মণ্ডলীর দ্বারা, সংসদের উভয়কক্ষ অর্থাৎ রাজ্যসভা ও লোকসভার সদস্যদের নিয়ে এই নির্বাচকমণ্ডলী গঠিত হয়, তাঁরাই শুধু উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোটদানের অধিকারী। এখানে উল্লেখ্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে রাজ্য বিধানসভার সদস্যরাও ভোটদানের অধিকারী হলেও উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে একমাত্র কেন্দ্রীয় সংসদ সদস্যরা (লোকসভা ও রাজ্যসভা) ভোটদানের অধিকারী।

Scanned with CamScanner

■ রাষ্ট্রপতির মতো উপরাষ্ট্রপতিকে ইমপিচমেন্ট পদ্ধতিতে অপসারণ করতে হয় না, উপরাষ্ট্রপতি অপসারণ পদ্ধতি তুলনায় সহজ। রাজ্যসভার মোট সদস্যসংখ্যার 1/4 অংশের স্বাক্ষরসহ কমপক্ষে 14 দিনের একটি লিখিত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অপসারণের প্রস্তাব উত্থাপনের ইচ্ছার প্রকাশ করা হলে প্রস্তাবটি রাজ্যসভায় পেশ করা যায়। প্রস্তাবটি রাজ্যসভার অধিকাংশ সদস্যের ভোটে গৃহীত হলে এবং লোকসভার দ্বারা সমর্থিত হলে উপরাষ্ট্রপতি অপসারিত হন। তবে উপরাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে 6 মাসের মধ্যে উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করতে হবে নতুন করে।

■ রাজ্যসভার সভাপতিত্ব করাই হল উপরাষ্ট্রপতির প্রধান কাজ। এছাড়া মৃত্যু, পদত্যাগ, পদচ্যুতিজনিত কারণে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে তিনি রাষ্ট্রপতি পদে অভিষিক্ত হন এবং নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি রাষ্ট্রপতির যাবতীয় কার্য সম্পাদন করেন, যখন তিনি রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হন, তখন তিনি রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা ভোগ করেন, এবং রাষ্ট্রপতির সমতুল্য বেতন, ভাতা লাভ করেন। এভাবেই 1969 সালে রাষ্ট্রপতি জাকির হোসেনের মৃত্যুর পর উপরাষ্ট্রপতি ভি. ভি. গিরি এবং 1977 সালে ফকরুদ্দিন আলি আহমেদের মৃত্যুর পর বি. ডি. জাত্তি অস্থায়ীভাবে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেছেন।

বর্তমানে পদমর্যাদার দিক থেকে রাষ্ট্রপতির পরেই উপরাষ্ট্রপতির স্থান। অর্থাৎ ভারতের রাষ্ট্রপতি হলেন দেশের প্রথম নাগরিক এবং উপরাষ্ট্রপতি হলেন দ্বিতীয় নাগরিক, যদিও একথা সত্য বাস্তবে ভারতের উপরাষ্ট্রপতির রাজ্যসভার সভাপতিত্ব ছাড়া অন্য কোনো কাজ নেই।

Scanned with CamScanner